মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ
কর্তৃক পরিচলিত মসজিদ সমূহের জন্য
১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইং (২৪ শা'বান শরীফ ১৪৪৭ হিজরী) এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

(পারা ২, সূরা বাকারা: ১৮৫)

ফয়যানে রমযান কারীম

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... সোনার দরজাওয়ালা মহল
- ★... অগ্নিপূজকের উপর রহমত
- ★... এক বছরের নেক আমল নষ্ট
- ★... কবরের ভয়ংকর দৃশ্য!

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরূদ না পড়া ব্যক্তি হতভাগ্য ৩
ইবাদতের দরজা ৫
কুরআন অবতীর্ণ ৫
রমযানের সংজ্ঞা ৬
সোনার দরজাওয়ালা মহল ৭
পাঁচটি বিশেষ অনুগ্রহ ৮
রমযানের আশিক ৯
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ৯
জান্নাতের দরজা খুলে যায় ১০
অগ্নিপূজারীর উপর দয়া ১১
রমযান করীমের সম্মান করুন...! ১২
আমাদের কি মরতে হবে না? ১২
এক বছরের নেক আমল নষ্ট ১৩
রমযানে গুনাহকারী ১৪
হে অবমাননাকারীরা! সাবধান! ১৫
কবরের ভয়ংকর দৃশ্য! ১৫
রমযানের রাতে খেলাধুলা ১৭
রোযার সময় কাটানোর জন্য ১৭
দরুদ ও সালাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ২০
সঠিক কোনটি? ২১
আসমাউল হুসনার বরকত (ওযীফা) ২২

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরূদ না পড়া ব্যক্তি হতভাগ্য

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী: ✩ যে রমযান মাস পেলো এবং এর রোযা রাখলো না সে ব্যক্তি হতভাগা ✩ যে তার পিতামাতা বা তাঁদের একজনকে পেলো এবং তাঁদের সাথে ভালো আচরণ করলো না সেও হতভাগা ✩ এবং যার নিকট আমার যিকির হলো আর সে আমার উপর দরূদ পড়লো না সেও হতভাগ।

(মু'জামু আওসাত, খন্ড: ৩, হাদীস: ৩৮৭১)

کعبہ کے بدرُالدُّجیٰ تم پہ کروڑوں درود | طیبہ کے شمسُ الضُّحیٰ تم پہ کروڑوں درود
تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام | تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود

কা'বে কে বদরুদ্দুজা তুম পে করোড়োঁ দুরূদ
তায়্যিবা কে শামসুদ্দুহা তুম পে করোড়োঁ দুরূদ
তুম সে জাহা কা নিযাম, তুম পে করোড়োঁ সালাম
তুম পে করোড়োঁ সানা, তুম পে করোড়োঁ দুরূদ

(হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের সৌভাগ্য যে, জীবনে আবারও মহান, রহমতের, বরকতের, মাগফিরাতের মাস রমযান করীম আগমন করছে।

مرحبا! صد مرحبا! پھر آمدِ رمضان ہے
کھل اُٹھے مرجھائے دِل، تازہ ہوا اِیمان ہے
یاخُدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا اِحسان ہے
زِندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے
اَبْرِ رحمت چھا گیا ہے اور سماں ہے نور نور
فَضْلِ رَبّ سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے
ہر گھڑی رَحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں
ماہِ رمضاں رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے
یاالٰہی! تُو مدینے میں کبھی رمضاں دکھا
مُدَّتوں سے دِل میں یہ عطّار کے ارمان ہے

মারহাবা! সদ মারহাবা! ফির আমাদে রমযান হে
খিল উঠেঠ মুরঝায়ে দিল, তাজা হুয়া ইমান হে
ইয়া খোদা হাম আসিয়োঁ পর ইয়ে বড়া এহসান হে
জিন্দেগী মে ফির আতা হামকো কিয়া রমযান হে
আবরে রহমত ছা গায়া হে আউর সমাঁ হে নূর নূর
ফযলে রব্ব সে মাগফিরাত কা হো গায়া সামান হে
হার ঘড়ি রহমত ভরি হে, হার তরফ হে বরকতে
মাহে রমযা রহমতোঁ আউর বরকতোঁ কি কান হে
ইয়া ইলাহী! তু মদীনে মে কভি রমযা দেখা
মুদ্দাতোঁ সে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাহে রমাযানের ফায়যানের বিষয়ে কি আর বলবো! এর তো প্রতিটি মুহূর্তই রহমতপূর্ণ। এই মাসে সাওয়াব অনেক বেড়ে যায়। নফল ইবাদতের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়, এমনকি এই মাসে রোযাদারের ঘুমানোও

ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়। আরশ বহনকারী ফেরেশতারা রোযাদারদের দোয়ায় আমিন বলেন।

ইবাদতের দরজা

রোযা একটি গোপন ইবাদত, কারণ আমরা না বলা পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না যে, আমরা রোযা আছি। আর আল্লাহ পাক গোপন ইবাদতকে বেশি পছন্দ করেন। একটি হাদীস শরীফ অনুযায়ী রোযা ইবাদতের দরজা। **(জামে সগীর, হাদীস: ২৪১৫)**

কুরআন অবতীর্ণ

রমযান করীমের একটি বিশেষত্ব এই যে, আল্লাহ পাক এই মাসে কুরআনে পাক অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের বাণী হলো:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: রমযানের মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথনির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীসমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে ব্যক্তি রুগ্ন হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততো সংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনসমূহে। আল্লাহ্ তোমাদের

উপর সহজই চান এবং তোমাদের উপর ক্লেশ চান না; আর এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। **(পারা: ২, সূরা বাকারা: ১৮৫)**

রমযানের সংজ্ঞা

এই আয়াত শরীফের প্রারম্ভিক অংশ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ এর আলোকে হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমীতে বলেন: ✯ রমযান হয়তো رحمٰن এর মতো আল্লাহ পাকের একটি নাম। যেহেতু এই মাসে দিন-রাত আল্লাহ পাকের ইবাদত করা হয়। তাই একে شَهرِ رَمَضان অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মাস বলা হয়। যেমন মসজিদ ও কা'বাকে আল্লাহ পাকের ঘর বলা হয়, কারণ সেখানে আল্লাহ পাকেরই কাজ হয়। তেমনি রমযান আল্লাহ পাকের মাস কারণ এই মাসে আল্লাহ পাকেরই কাজ হয়। রোযা, তারাবী ইত্যাদি তো আল্লাহ পাকেরই। কিন্তু রোযা অবস্থায় যে জায়িয চাকরি এবং জায়িয ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করা হয়, সেগুলোও আল্লাহ পাকের কাজ বলে গণ্য হয়। এজন্য এই মাসের নাম রমযান অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মাস। ✯ অথবা এটি رَمْضَاء থেকে উদ্ভূত (অর্থাৎ গঠিত শব্দ)। رَمْضَاءٌ শরৎকালের বৃষ্টিকে বোঝায়, যা দ্বারা ভূমি ধৌত হয়ে যায় এবং বসন্তকালের ফসল খুব ভালো হয়। যেহেতু এই মাসও হৃদয়ের ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে ফেলে এবং এর দ্বারা আমলের ক্ষেত সবুজ-শ্যামল থাকে, তাই একে রমযান বলা হয়। শ্রাবণে প্রতিদিন বৃষ্টি দরকার এবং ভাদ্রে চার। তারপর আষাঢ়ে এক। এই একটি দ্বারা ফসল

পেকে যায়। তেমনিভাবে ১১ মাস ধরে নিয়মিত নেক আমল করা হলো। তারপর রমযানের রোযাগুলো এই নেক আমলের ক্ষেতকে পাকিয়ে দিল। ✯ অথবা এটি رَمْض থেকে গঠিত, যার অর্থ গরম বা জ্বলে যাওয়া। যেহেতু এতে মুসলমানরা ক্ষুধা-পিপাসার তাপ সহ্য করে অথবা এটি গুনাহগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়, তাই একে রমযান বলা হয়। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা বাকারা, ১৮৫নং আয়াতের পাদটিকা, খন্ড: ২)** নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই মাসের নাম রমযান রাখা হয়েছে কারণ এটি গুনাহগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়। **(কানযুল উম্মাল, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২১৭)**

সোনার দরজাওয়ালা মহল

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মাক্কী-মাদানী সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ✯ যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমান ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং শেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না ✯ যে ব্যক্তি এই বরকতময় মাসের যেকোনো রাতে নামায পড়ে, আল্লাহ পাক তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে ১৫০০ নেকি লেখেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি লাল ইয়াকুতের ঘর তৈরি করেন, যার ৬০ হাজার দরজা থাকবে এবং প্রতিটি দরজার পাল্লা সোনা দিয়ে তৈরি হবে, যেগুলোতে লাল ইয়াকুত খচিত থাকবে ✯ সুতরাং যে রমযান মাসের প্রথম রোযা রাখে, আল্লাহ পাক মাসের শেষ দিন পর্যন্ত তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং ✯ তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন ✯ রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে, তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতে)

এমন একটি বৃক্ষ দান করা হয়, যার ছায়ায় ঘোড়সওয়ার ৫০০ বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। **(শুআবুল ঈমান, খন্ড: ৩, হাদীস: ৩৬৩৫)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের কি মহান অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদৌলতে রমযান মাস দান করেছেন। এই সম্মানিত মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে যায় এবং নেক আমলের সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী রমযান করীমের রাতগুলোতে নামায আদায়কারীকে প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে ১৫০০ নেকি দান করা হয় এবং জান্নাতের এক বিশাল প্রাসাদ দান করা হয়। এই হাদীসে মুবারাকায় রোযাদারদের জন্য এই মহান সুসংবাদও বিদ্যমান যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন।

পাঁচটি বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবী عَلَيْهِ السَّلَام-কে দেওয়া হয়নি: (১) যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ পাক তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি প্রদান করেন এবং যার দিকে আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি প্রদান করেন তাকে কখনও শাস্তি দেবেন না (২) সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে হয়) আল্লাহ পাকের কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম (৩) ফেরেশতারা প্রতি রাতে ও দিনে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন (৪) আল্লাহ পাক জান্নাতকে নির্দেশ দেন, আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সজ্জিত হও, শীঘ্রই

তারা দুনিয়ার কষ্ট থেকে আমার ঘরে ও অনুগ্রহে আরাম পাবে (৫) যখন রমযান মাসের শেষ রাত আসে, তখন আল্লাহ পাক সকলের মাগফিরাত করে দেন। সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি লাইলাতুল কদর? তিনি ইরশাদ করলেন: না, তোমরা কি দেখো না যে, শ্রমিকরা যখন তাদের কাজ থেকে অবসর হয় তখন তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়?

(শুআবুল ঈমান, খন্ড: ৩, হাদীস: ৩৬০৬)

রমযানের আশিক

মুহাম্মদ নামের একজন ব্যক্তি সারা বছর নামায পড়তো না। যখন রমযান শরীফের বরকতময় মাস আসতো, তখন সে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করতো এবং গত বছরের কাযা নামাযগুলোও আদায় করতো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি এমন কেন করো? সে উত্তর দিল: এই মাস রহমত, বরকত, তাওবা এবং মাগফিরাতের মাস, হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে আমার এই আমলের কারণে ক্ষমা করে দেবেন। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো এবং জিজ্ঞেস করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে উত্তর দিল: আমার আল্লাহ পাক আমাকে রমযান শরীফের সম্মান করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(দুররাতুন নাসিহীন, পৃষ্ঠা: ৮)**

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো? আল্লাহ পাক রমযান মাসের গুরুত্ব প্রদানকারীর প্রতি কতটা দয়ালু যে, বছরের বাকি মাসগুলো

ছেড়ে শুধু রমযান মাসে ইবাদতকারীর মাগফিরাত করে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে যেন কেউ এমন না বোঝে যে, এখন তো (مَعَاذَ الله) সারা বছর নামায থেকে ছুটি হয়ে গেলো! শুধু রমযান শরীফের রোযা নামায করে নিবো আর সোজা জান্নাতে চলে যাবো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে ক্ষমা করা বা আযাব দেওয়া–এসব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুখাপেক্ষী। যদি চান তবে কোনো মুসলমানকে বাহ্যত ছোট একটি নেক আমলের জন্যই নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন আর যদি চান তবে বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কাউকে কেবল একটি ছোট গুনাহের কারণে নিজ ন্যায়বিচার দ্বারা পাকড়াও করেন। পারা ৩, সূরা বাকারার ২৮৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।

تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شُمار جرم
دیتا ہوں واسِطہ تجھے شاہِ حِجاز کا

তু বে হিসাব বখশ কেহ হে বে শুমার জুরম
দেয়তা হুঁ ওয়াসিতা তুঝে শাহে হিজাজ কা

জান্নাতের দরজা খুলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাস আসলে কি হয়? রহমত ও জান্নাতের দরজা খুলে যায়, দোযখে তালা পড়ে যায় এবং শয়তানদেরকে বন্দি করা হয়। যেমন হযরত আবু হুরায়রাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাহাবায়ে কিরাম

عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে সুসংবাদ শুনিয়ে ইরশাদ করতেন যে, রমযান মাস এসেছে যা খুবই বরকতময়। আল্লাহ পাক এর রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন, এতে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবাধ্য শয়তানকে বন্দি করা হয়। এতে একটি রাত হলো শবে কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সেই বঞ্চিত হলো। **(নাসায়ী, পৃষ্ঠা ৩৫৫, হাদীস: ২১০৩)**

অগ্নিপূজারীর উপর দয়া

বুখারায় এক অগ্নিপূজারী (আগুন পূজা করত) বসবাস করতো। একবার রমযান শরীফে সে তার ছেলের সাথে মুসলমানদের বাজার দিয়ে যাচ্ছিল। তার ছেলে প্রকাশ্যে কিছু খেতে শুরু করল। অগ্নিপূজারী যখন এটি দেখল, তখন সে তার ছেলেকে একটি চড় মারল এবং খুব বকা দিয়ে বলল: "রমযান মাসের মুসলমানদের বাজারে খেতে তোমার লজ্জা হয় না?" ছেলেটি উত্তর দিল: "আব্বাজান! আপনিও তো রমযান শরীফে খান।" বাবা বলল: "আমি মুসলমানদের সামনে নয়, আমার ঘরের ভেতরে লুকিয়ে খাই, এই মুবারক মাসের অসম্মান করি না।" কিছুদিন পর সে ব্যক্তি ইন্তেকাল করল। কেউ স্বপ্নে তাকে জান্নাতে ঘুরতে দেখল। আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞেস করল: "তুমি তো অগ্নিপূজারী ছিলে, জান্নাতে কীভাবে আসলে?" সে বলল: "সত্যিই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম, কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন আল্লাহ পাক রমযানের সম্মানের বরকতে আমাকে ঈমানের দৌলত এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দিয়ে সম্মানিত করলেন।" **(নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২১৭)**

রমযান করীমের সম্মান করুন...!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো? রমযান করীমের সম্মান করার কারণে একজন অগ্নিপূজারীকে আল্লাহ পাক শুধু ঈমানের দৌলত দিয়েই সম্মানিত করেননি, বরং তাকে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতরাজিও দান করেছেন। এই ঘটনা থেকে বিশেষত আমাদের সেসব উদাসিন ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রমযান করীমের মোটেও সম্মান করে না। প্রথমত, তারা রোযা রাখে না, তারপর চোরের মার বড় গলার মতো রোযাদারদের সামনেই সিগারেট টানে, পান চিবায়, এমনকি কেউ কেউ তো এত বেহায়া ও নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে পানি পান করে, এমনকি খাবার খেতেও লজ্জা করে না। মনে রাখবেন! রমযান করীমে দিনের বেলা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া প্রকাশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে খাবার গ্রহণকারীর জন্য শরীয়তে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি রয়েছে।

আমাদের কি মরতে হবে না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানেরা! সাবধান হয়ে যান! কত দিন এই দুনিয়ায় ভোগ-বিলাস করবেন? আমাদের কি মরতে হবে না? এই দুনিয়ায় কি সব সময় এভাবে দাপিয়ে বেড়াবেন? মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু অবশ্যই আসবে এবং আমাদের জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন করে নরম ও আরামদায়ক বিছানা থেকে তুলে মাটির উপর শুইয়ে দেবে। সকল প্রকার সুখ-সুবিধার সামগ্রীতে সজ্জিত কক্ষ থেকে বের করে অন্ধকার কবরে পৌঁছে দেবে, তারপর অনুতাপ করে কোনো লাভ হবে না। এখনো সুযোগ আছে, গুনাহ থেকে সত্য তাওবা করুন এবং রোযা ও নিয়মিত নামায আদায় করুন।

کرلے توبہ ربّ کی رحمت ہے بڑی
قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি

এক বছরের নেক আমল নষ্ট

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে জান্নাত রমযান মাসের জন্য এক বছর থেকে অন্য বছর পর্যন্ত সজ্জিত করা হয়। যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাত বলে: হে আল্লাহ! এই মাসে আমাকে তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে (আমার ভেতরে) বসবাসকারী দান করো। আর ডাগর নয়না হুরেরা বলে: হে আল্লাহ! এই মাসে আমাদেরকে তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে স্বামী দান করো। অতঃপর রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে এই মাসে নিজের নফসকে সংরক্ষণ করেছে, সে কোনো নেশা জাতীয় জিনিস পান করেনি এবং কোনো মুমিনের উপর অপবাদ দেয়নি এবং এই মাসে কোনো গুনাহ করেনি, আল্লাহ পাক তাকে প্রতিটি রাতের বিনিময়ে ১০০ জন হুরের সাথে বিবাহ দেবেন এবং তার জন্য জান্নাতে সোনা, রূপা, ইয়াকুত ও জবরজদের এমন একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন যে, যদি সারা দুনিয়া একত্রিত হয়ে এই প্রাসাদে আসে, তাহলে এই প্রাসাদটি ততটুকুই জায়গা নিবে যতটুকু একটি ছাগলের খোঁয়ার দুনিয়ার জায়গা নেয়। আর যে এই মাসে কোনো নেশা জাতীয় জিনিস পান করেছে বা কোনো মুমিনের উপর অপবাদ দিয়েছে বা এই মাসে কোনো গুনাহ করেছে, আল্লাহ পাক তার এক বছরের আমল নষ্ট

করে দেবেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের (অধিকার) বিষয়ে অবহেলা করা থেকে ভয় করো, কারণ এটি আল্লাহ পাকের মাস। আল্লাহ তোমাদের জন্য ১১ মাস করেছেন যাতে তোমরা তাতে নেয়ামত উপভোগ করো এবং স্বাদ উপভোগ করো এবং নিজের জন্য একটি মাসকে বিশেষ করে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের বিষয়ে ভয় করো।

(মু'জামু আওসাত, খন্ড: ২, হাদীস: ৩৬৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেল যে, রমযান করীমকে সম্মানকারীদের জন্য পরকালের পুরস্কার ও সম্মানের সুসংবাদ রয়েছে, তেমনি এই বরকতময় মাসের অমর্যাদা করে গুনাহকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারিও রয়েছে।

রমযানে গুনাহকারী

হযরত উম্মে হানি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে না, যতক্ষণ তারা রমযান মাসের হক আদায় করে যাবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! রমযানের হক নষ্ট করার কারণে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়া কী? তিনি ইরশাদ করলেন: এই মাসে তাদের হারাম কাজ করা। অতঃপর ইরশাদ করলেন: যে এই মাসে যিনা করলো বা মদ পান করলো, আল্লাহ পাক এবং আসমানের যত ফেরেশতা আছে, সবাই তার উপর আগামী রমযান পর্যন্ত লানত করে। অতঃপর যদি এই ব্যক্তি আগামী রমযান মাস আসার আগেই মারা যায়, তাহলে তার কাছে এমন কোনো নেকি থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের ব্যাপারে

সতর্ক হও, কারণ এই মাসে যেমন অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি গুনাহের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

(মু'জামু সগীর, খন্ড: ৯, হাদীস: ১৪৮৮)

হে অবমাননাকারীরা! সাবধান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেঁপে উঠুন! রমযান করীমের অবমাননা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিন। এই বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যেমন নেকি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তেমনি অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহের ধ্বংসযজ্ঞও বেড়ে যায়। রমযান মাসে মদ পানকারী এবং যিনাকারী তো এতটাই হতভাগ্য যে, যদি সে আগামী রমযানের আগেই মারা যায়, তবে তার কাছে এমন কোনো নেকি থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। মনে রাখবেন! চোখের যিনা কু-দৃষ্টি, হাতের যিনা অচেনা নারীকে (বা কামভোবে সাথে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে) স্পর্শ করা। সুতরাং সাবধান! সাবধান! সাবধান! রমযান মাসে বিশেষ করে নিজেকে কৃ-দৃষ্টি থেকে বাঁচান। যথাসম্ভব চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিন, অর্থাৎ দৃষ্টি নিচু রাখার পূর্ণ চেষ্টা করুন। আহ! শত সহস্র আহ! কখনো কখনো নামাযী এবং রোযাদারও রমযান করীমের অবমাননা করে আল্লাহ পাকের কাহহার ও জাব্বারিয়্যতের শিকার হয়ে জাহান্নামের আগুনে গ্রেফতার হয়ে যায়।

কবরের ভয়ংকর দৃশ্য!

একবার মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবর যিয়ারতের জন্য কুফার কবরস্থানে গেলেন। সেখানে একটি তাজা কবরের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার অবস্থা জানতে

আগ্রহী হলেন। সুতরাং তিনি মহান আল্লাহর দরবারে আরযি পেশ করলেন: ইয়া আল্লাহ! এই মৃত ব্যক্তির অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করে দাও। মহান আল্লাহর দরবারে তার দোয়া তৎক্ষণাৎ কবুল হলো এবং দেখতে দেখতে তার ও সেই মৃত ব্যক্তির মধ্যে যত পর্দা ছিল সব উঠে গেল। এখন কবরের এক ভয়ানক দৃশ্য তার সামনে। তিনি দেখতে পেলেন যে, মৃত ব্যক্তি আগুনের শিখার মধ্যে রয়েছে এবং কাঁদতে কাঁদতে তাকে এভাবে ফরিয়াদ করছে:

يَاعَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّارِ

অর্থাৎ হে মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আমি আগুনে ডুবে আছি এবং আগুনে জ্বলছি। কবরের ভয়ানক দৃশ্য এবং মৃত ব্যক্তির বেদনাদায়ক আহাজারি হায়দারে কাররার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে অস্থির করে তুলল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার রহমতপূর্ণ প্রতিপালকের দরবারে হাত উঠিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেই মৃত ব্যক্তির ক্ষমার জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ এলো: হে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আপনি এর সুপারিশ করবেন না, কারণ এই ব্যক্তি রোযা রাখা সত্ত্বেও রমযান করীমের অসম্মান করতো, রমযান করীমেও গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না। দিনে রোযা রাখতো কিন্তু রাতে গুনাহে লিপ্ত থাকতো। মাওলা আলী, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই কথা শুনে আরও বেশি ব্যতীত হলেন এবং সেজদায় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আরয করতে লাগলেন: ইয়া আল্লাহ! আমার সম্মান তোমার হাতে, এই বান্দা অনেক আশা নিয়ে আমাকে ডেকেছে, আমার দয়ালু মালিক! তুমি আমাকে এর সামনে অপদস্থ করো না, এর অসহায়ত্বের উপর দয়া করো এবং একে ক্ষমা করে দাও। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাঁদতে কাঁদতে মোনাজাত করছিলেন। আল্লাহ পাকের রহমতের

সাগরে জোয়ার এলো এবং আওয়াজ এলো: হে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আমরা তোমার মনের কষ্ট দেখে একে ক্ষমা করে দিয়েছি। অতঃপর সেই মৃত ব্যক্তির উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হলো। **(আনিসুল ওয়াজিন, পৃষ্ঠা: ২৫-২৬)**

کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو!
تم نے بگڑی مری بنائی ہے

কিউ না মুশকিল কুশা কহুঁ তুম কো!
তুম নে বিগড়ি মেরি বানায়ি হে

রমযানের রাতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আহ! শত আহ! রমযান করীমের পবিত্র রাতগুলোতে অনেক যুবক মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলে, খুব হৈচৈ করে এবং এইভাবে এই হতভাগারা নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকেই, অন্যদের জন্যও চরম কষ্টের কারণ হয়। না তারা নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যদেরকে করতে দেয়। এই ধরনের খেলাধুলা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন করে দেয়। নেককার লোকেরা তো এই খেলাধুলা থেকে সর্বদা দূরেই থাকে। নিজেরা খেলা তো দূরের কথা, এমন খেলাধুলার সরাসরি ধারাভাষ্যও শুনে না। সুতরাং এই ধরনের কাজ থেকে সর্বদা বাঁচা উচিত এবং বিশেষ করে রমযান করীমের বরকতময় মুহূর্তগুলো কখনোই এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।

রোযার সময় কাটানোর জন্য

অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি এমনও দেখা যায় যে, যদিও তারা রোযা রাখে, কিন্তু তাদের সময় কাটে না। সুতরাং তারা রমযান শরীফের সম্মানকে

একপাশে রেখে হারাম ও নাজায়িয কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় কাটায় এবং এভাবে রমযান শরীফে দাবা, তাস, লুডু, গানবাজনা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। মনে রাখবেন! দাবা এবং তাস ইত্যাদিতে কোনো প্রকার বাজি বা শর্ত না থাকলেও এই খেলাগুলো নাজায়িয। বরং তাস খেলার ক্ষেত্রে যেহেতু জীবজন্তুর ছবিও থাকে, তাই আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাস খেলাকে পুরোপুরি হারাম লিখেছেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড: ২৪)**

گناہوں سے مجھ کو بچایا الٰہی!
خطاؤں کو میری مٹایا الٰہی!
مُطِیعِ اپنا مجھ کو بنایا الٰہی!

بُری عادتیں بھی چُھڑایا الٰہی!
مجھے نیک خَصلت بنایا الٰہی!
سدا سُنّتوں پر چلایا الٰہی!

গুনাহোঁ সে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
খাতাউঁ কো মেরি মিটা ইয়া ইলাহী!
মুতীই আপনা মুঝকো বানা ইয়া ইলাহী!

বুরি আ'দতেঁ ভি ছুড়া ইয়া ইলাহী!
মুঝে নেক খাসলত বানা ইয়া ইলাহী!
সদা সুন্নাতোঁ পর চলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি দয়া করুন, রমযান করীম আসছে, আল্লাহ পাক যেন আমাদের রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছানোও নসীব করুক এবং এই মুবারক মাসের কদর করারও তাওফীক নসীব করুক। নিশ্চিতভাবে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে রমযান মাসকে পায় এবং এর সদকায় নিজের মাগফিরাত করাতে সফল হয়। আর যে এই মুবারক মাসেও নিজের ক্ষমা করাতে না পারে, বিশ্বাস করুন! সে অত্যন্ত বঞ্চিত ও হতভাগ্য।

الٰہی پُل صراط اک پَل کے اندر پار کر جاؤں
تو کر ایسی عنایت از پئے شاہِ حرم مولیٰ

میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں
مہِ رمضان کے صدقے میں فرمادے کرم مولیٰ

ইলাহি পুল সিরাত ইক পল কে আন্দর পার কর জাউঁ
তু কর এ্যয়সি ইনায়াত আজ পায়ে শাহে হারাম মাওলা
মে রহমত, মাগফিরাত, দোযখ সে আযাদি কা সায়িল হুঁ
মাহে রমযান কে সদকে মে ফরমা দেয় করম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

আমি এখনই যে বর্ণনা এবং শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, এগুলো সবই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর অত্যন্ত সুন্দর কিতাব ফয়যানে রমযান থেকে নেওয়া হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِله ফয়যানে রমযান একটি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য কিতাব, এই বিষয়ে উর্দুতে এত উপকারী কিতাব হয়তো পাওয়া যাবে না ✫ রমযান করীমকে ভালোভাবে কাটানোর জন্য, ✫ রোযার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আদব জানার জন্য এবং ✫ অনেক এমন ভুল যা সাধারণত লোকেরা রোযা অবস্থায় করে থাকে, যার কারণে রোযা নষ্ট হয়, এমন ভুলগুলোর সাথে সম্পর্কিত শরীয়তের মাসায়িল শেখার জন্য ফয়যানে রমযান একটি অত্যন্ত উচ্চমানের কিতাব। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি সংগ্রহ করুন! অথবা য়াদাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট ৎিি.ফধধিঃবরংষধসর.হবঃ থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিন! বাড়িতে রাখুন! নিজেও পড়ুন! বাড়ির অন্যদেরকেও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন! বরং ভালো হয় যে, বাড়িতে এই কিতাবের দরস দিন! ✫ اِنْ شَآءَ الله অনেক দ্বীনি জ্ঞানও শিখতে পারবেন ✫ দ্বীনি দরস দেওয়ার সাওয়াবও নসীব হবে ✫ পরিবারের সদস্যদের সংশোধন, যা আমাদের সকলের দায়িত্ব, এই

দায়িত্ব পালন করাও নসীব হবে এবং ✯ আল্লাহ পাক চাইলে রমযান করীম খুব ভালোভাবে কাটানোও নসীব হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরুদ ও সালাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি অ্যাপ্লিকেশন হলো: দরূদ ও সালাম (Durood-o-Salam) ✯ এই দরূদ ও সালাম অ্যাপ্লিকেশনটিতে হৃদয় আলোকিতকারী ৬টি দরূদ শরীফ রয়েছে, যা আপনি যেকোনো সময় পড়তে পারবেন এবং সেগুলোকে আপনার মোবাইল আনলক টিউন (Unlock Tune) হিসেবে সেট করতে পারবেন ✯ আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatics) দরূদ পাক পাঠ করার বিকল্পটি নির্বাচন করলে, ফোন খোলার সাথে সাথেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজতে শুরু করবে ✯ এছাড়াও সেই দরূদে পাক আপনার মোবাইল আনলক হওয়ার সাথে সাথেই হোম স্ক্রিনেও প্রদর্শিত হবে, যার ফন্ট সাইজও সামঞ্জস্য করা যায় ✯ ভলিয়ম (volume) স্তরও সামঞ্জস্য করা এবং আপনার ইচ্ছামতো সেট করা যায় ✯ যখনই আপনি মোবাইল ফোন খুলবেন, আপনার ফোনের স্ক্রিনে দরূদ শরীফ প্রদর্শিত হবে এবং দ্রুত দরূদ কাউন্টারে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: রমযানের আগমন উপলক্ষে মোবারকবাদ দেওয়া জায়িয, তবে এর দ্বারা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়; এমনটি কোনো হাদীসে নেই।

ব্যাখ্যা: সাধারণত যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন আমাদের এখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মেসেজ চলতে থাকে, যেখানে এমন কিছু লেখা থাকে: হাদীস শরীফে আছে: যে সবার আগে রমযানের আগমন উপলক্ষে মোবারকবাদ জানাবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! রমযান করীম নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মহিমান্বিত মাস, এর আগমন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করাও জায়িয, অন্যদেরকে মোবারকবাদ জানানোও জায়িয, এই আনন্দের জন্য সাওয়াবের আশা করাও যায় এবং এটাও সম্ভব যে, আমাদের এভাবে রমযানের আগমন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কারণে আল্লাহর রহমত জোশে আসবে এবং আমরা জান্নাতের হকদার হয়ে যাবো... তবে! মেসেজে যা লেখা হয় যে, সবার আগে মোবারকবাদ জানানোর দ্বারা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, এমনটি কোনো হাদীসে নেই। সুতরাং এমন মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে মেসেজগুলো ফরওয়ার্ড করা থেকে বিরত থাকুন এবং যে আপনাকে এমন মেসেজ পাঠায়, তাকে প্রেম ও ভালোবাসার সাথে, বিচক্ষণতার সাথে নেকীর দাওয়াতও অবশ্যই দিন! বরং সম্ভব হলে এমন কথার পূর্ণ খণ্ডন

করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে, আমাদের নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনন: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ فِي النَّار যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করলো (যেমন; হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোনো কথা বলেননি, আর বলা হলো যে, এটি তাঁর হাদীস), এমন ব্যক্তি যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিলো। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব ইসমু মান কাজাবা আলান নাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হাদীস: ১০৭)** আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক ইসলামী আহকাম শেখার এবং সেগুলোর উপর আমল করার যেন তাওফীক নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসমাউল হুসনার বরকত (ওযীফা)

يَاقَادِرُ

যে ব্যক্তি ওযুতে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় يَاقَادِرُ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, اِنْ شَآءَ الله শত্রু তাকে অপহরণ (করফহধঢ়) করতে পারবে না। **(মাদানী পাঞ্জে সূরা, পৃষ্ঠা: ২৫৫)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলের তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد